অর্জুন গাছের পাতার গল পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম

অর্জুন বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। ঔষধি গাছ হিসাবে বিশেষ করে হৃদরোগ চিকিৎসায় এর ব্যবহার শত বছর ধরে চলে আসছে। এ ছাড়াও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিক তসর রেশম উৎপাদনেও এ গাছের চাষ হয়। আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতেও অর্জুন একটি উৎকৃষ্ট মানের কাঠ হিসেবে ব্যবহার হয়। বহুবিধ ব্যবহারের কারণে অর্জুনের চাষ জনপ্রিয় ও বিস্তৃত হচ্ছে। অর্জুন গাছে নানা ধরণের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয়। তন্মধ্যে গল পোকার আক্রমণ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ পোকার আক্রমণে নার্সারি ও চারা গাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্ষতির ধরণ

- ডিম ফুটে বের হওয়া অপূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতার একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে রস চুষতে থাকে। ফলে ধীর ধীরে সে স্থানে ছোট গুটির সৃষ্টি হয়, যাকে গল বলা হয়।

- নার্সারি ও চারা গাছে পোকার আক্রমণ বেশি হয়।
- চৈত্র-শ্রাবণ (এপ্রিল-জুলাই) মাসের মধ্যে গল পোকার আক্রমণ দেখা যায়।
- একটি পাতায় অসংখ্য গলের (গুটির) সৃষ্টি হয়, যার ফলে গাছ মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভোগে।
- চারা গাছ দুর্বল হয়, গাছের মান নষ্ট হয় এবং বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম : অর্জুন গাছের পাতার গল পোকা

ইংরেজী নাম : Arjun leaf gall insect

বৈজ্ঞানিক নাম : *Trioza fletcheri* Crawford

পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুবই ক্ষুদ্র। দু' জোড়া পাখা আছে। অপূর্ণাঙ্গ পোকা বা নিম্ফ চ্যাপটা আকৃতির। এরা পাতার একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে রস চুষে খায় এবং আক্রান্ত স্থানে গুটির মত টিউমার হয়। গুটিগুলো উজ্জল এবং লাল, হলুদ বা বাদামী রঙের হয় এবং পরবর্তীতে কালচে রঙ ধারণ করে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা একটি একটি করে অথবা গুচ্ছাকারে কচি পাতার উপর প্রায় ৫০০টি ডিম পাড়ে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(ক) প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- নিয়মিতভাবে বাগান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- নার্সারি বা বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে পোকাক্রমণ কম হবে।
- নার্সারির বা বাগানের গাছে সুষম খাদ্যের যোগান দিতে হবে। সতেজ ও সবল গাছে পোকাক্রমণ কম হবে।

(খ) প্রতিকার ব্যবস্থা

- গল পোকার আক্রমণ দেখামাত্র পোকাসহ পাতা কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে বা আগুনে পোড়াতে হবে।
- যে কোন অন্তর্বাহী বা প্রবাহমান কীটনাশক যেমন পারফেকথিয়ন, নুভাক্রন অথবা টিডো প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি.লি. (বোতলের এক মুখে ৫ মি.লি. ঔষধ ধরে) ঔষধ মিশিয়ে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ভিজে যায়।

সব ধরণের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।